মায়াস্বর্গ

মায়াস্বর্গ

মোশতাক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : জয় কর্মকার
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Mayashorgo by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : September 2020

Price : 350.00
US $ 15

ISBN 978 984 94901 7 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.booklightbd.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৪০০৪০০৪০০
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

ডাক্তার তরফদার পরিচিতি

প্রফেসর তরফদার একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। সবাই তাকে চেনে ডাক্তার তরফদার নামে। পেশাদারি জীবনের পুরোটাই তিনি মানসিক হাসপাতালে মানসিক রুগির চিকিৎসা প্রদান করে কাটিয়েছেন। অবসরের পর পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন আমলের বিশাল দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে তার সঙ্গী বয়স্ক করিম চাচা। করিম চাচা অসাধারণ ইএসপি (Extra Sensory Perception) ক্ষমতার অধিকারী। ডাক্তার তরফদারের কাছে যেসকল রুগি আসে তাদের মধ্যে কিছু কিছু রুগির কেস হিস্ট্রি বড়ো রহস্যময় হয়। রহস্যময় এই সকল কেস হিস্ট্রি এবং চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে রচিত হয়েছে ডাক্তার তরফদার প্যারাসাইকোলজি সিরিজ।

লেখকের কথা

উপন্যাস লেখার জন্য সাধারণত আমি খুব একটা পড়াশোনা করি না। তবে মায়াস্বর্গ লিখতে গিয়ে আমাকে পড়তে হয়েছে, প্রচুর পড়তে হয়েছে। কোনো উপন্যাস লেখার জন্য এত পড়াশোনা আমি করিনি। উপন্যাসটিতে রহস্য উন্মোচনের স্বার্থে আমাকে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। ব্যাখ্যাগুলোকে আমি সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞদের কাছে ব্যাখ্যা অতিসহজীকরণ বা সরলীকরণ মনে হতে পারে, আবার কোনো কোনো পাঠকের কাছে মনে হতে পারে কঠিন হয়েছে উপস্থাপনা। তবে যা কিছু করা হয়েছে সবই উপন্যাসকে সুখপাঠ্য করার জন্য। আশা করছি আমার পূর্বের আটটি প্যারাসাইকোলজি উপন্যাসের মতোই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে 'মায়াস্বর্গ'।

রচনাকাল, পুলিশ অফিসার্স মেস, চট্টগ্রাম, ২২শে মে ২০২০ — ২৯শে জুন ২০২০

উৎসর্গ

'মায়াবী জোছনার মেঘ' আমার রচিত এবং প্রথম পরিচালিত নাটক। নাটকটি ছিল প্যারাসাইকোলজি ঘরানার। সকাল ছয়টায় শুটিং করতে গিয়ে দেখি নায়িকা আসেননি। মহাবিপদ। আমার অসহায়ত্ব দেখে নায়ক নিজেই চেষ্টা করতে থাকলেন নায়িকার সাথে যোগাযোগ করার। পারলেন না। নায়িকা ফোন বন্ধ করে বসে আছেন। শেষে আরেকজন নায়িকাকে তিনি অনেক কষ্ট করে রাজি করালেন। নায়িকা ব্যতীত শুটিঙের যে অংশগুলো ছিল সেগুলো শেষ করলাম প্রথমে। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় নায়িকাও এলেন না। কারণ আমি নতুন পরিচালক, আমার কোনো সুনাম নেই, কোনো গুণ নেই, নেই কোনো যশ-খ্যাতি। এর মধ্যে বিকেল হয়ে গেছে। সহকারী পরিচালক আর কোনো নায়িকাকে রাজি করাতে পারলেন না। মন খারাপ করে আমি বললাম 'প্যাক-আপ'। আমার কষ্ট দেখে নায়ক আবার উদ্যোগ নিলেন। তিনি আবার যোগাযোগ করে আরেকজন নায়িকাকে রাজি করালেন। নতুন নায়িকা আসলেন এবং নাটকের শুটিং হলো। নাটকটি চ্যানেল আইতে প্রচারিতও হলো যথাসময়ে।

মহান ঐ ব্যক্তিত্ব যিনি আমার 'মায়াবী জোছনার মেঘ' নাটকের শুটিং সমাপ্তিতে অবিশ্বাস্যরকম সহায়তা করেছিলেন তিনি রিয়াজউদ্দীন আহমেদ সিদ্দিকী যিনি সবার কাছে 'চিত্রনায়ক রিয়াজ' হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

প্রিয় রিয়াজ ভাই, আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি, আপনার জীবন হোক আরো সুখের এবং সুন্দর।

শারমীন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের মেয়েটির দিকে। দেখতে হুবহু তার মতো, কোনো পার্থক্য নেই চেহারায়। শারমীনের মনে হচ্ছে সে যেন আয়নায় নিজেকে দেখছে। অবশ্য নিজেকে দেখার বিষয়টি সত্য নয়। কারণ সে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সামনের মেয়েটি শুয়ে আছে, একটা হাসপাতালের বেডে। তার পাশে সদ্যভূমিষ্ঠ এক মেয়েশিশু।

শারমীন কীভাবে এখানে এসেছে বলতে পারবে না। কখন এসেছে তাও জানে না। এজন্য খানিকটা দ্বিধান্বিত সে। কৌতূহলবশত আরো খানিকটা এগিয়ে গেল বেডের কাছে। তারপর অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, কে, কে তু...তুমি?

আ...আমি শায়লা।

কোন শায়লা?

মায়াস্বর্গের শায়লা। আমারে ভুইলা গেছ আপা?

মায়াস্বর্গ!

হ্যাঁ, ঐ যে মনে নাই। আমরা দুইজন মায়াস্বর্গে একসাথে আছিলাম, মেলা দিন আগে।

শারমীন একটু সময় নিল। চোখ বন্ধ করে যেন বুঝতে চেষ্টা করল মায়াস্বর্গ কী। তারপর টেনে টেনে বলল, তু...তুমি কি আমার নাম জানো?

হঁ জানি। শারমীন।

কীভাবে জানলে?

শায়লা মিষ্টি করে হাসল। তারপর টেনে টেনে বলল, আরেকদিন বলব। আইজ তুমি আমার একটা কাজ কইরা দিবা?

কী কাজ?

এই যে পাশে যারে দ্যাখতে পাইতেছ, ও আমার মেয়ে। আইজ ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জন্ম হইছে। ওর একটা নাম রাইখা দিবা?

তোমার মেয়ের নাম তুমি রাখবে। আমি কেন?

আমার মেয়ে তো তোমারই মেয়ে। তুমিও তো একটা সন্তান আশা করো, তাই না? ছেলে হোক, মেয়ে হোক তার নামও ঠিক কইরা রাখছ।

শারমীন অবাক হয়ে বলল, তু...তু...তুমি জানলে কীভাবে?

জানি না। এখন সুন্দর একটা নাম কও।

শারমীন কিছুটা ইতস্তত করে বলল, আমার মেয়েসন্তান হলে তার নাম রাখতাম শাওমি।

শায়লার হাসিটা বিস্তৃত হলো। বলল, এই নাম আমার পছন্দ হইছে। তয় 'শ' দিয়া নাম রাখবার চাইতেছি না। কারণ তোমার আর আমার নামের শুরুতে 'শ' আছে। এত 'শ' হইলে মুশকিল। খানিকটা পরিবর্তন কইরা দাও, পারলে আধুনিক নাম রাখবা।

তাহলে রাখো 'নওমি'।

বড়ো সুন্দর নাম। আইজ থাইকা ওর নাম নওমি।

শায়লা এবার সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু নওমির দিকে তাকাল। তারপর আদরমাখা কণ্ঠে বলল, যাও নওমি, তোমার মায়ের কাছে যাও, তার কোলে ওঠো। সে তোমারে মেলা আদর করবে, আমার থাইকাও বেশি।

কথাগুলো অবাক বিস্ময়ে শুনছিল শারমীন। সে কীভাবে নওমির মা হলো, তা ঠিক বুঝতে পারছে না। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ঘটনাটা ঘটছে এখন। নওমি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। বেডের একেবারে কিনারে এসে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর জড়িয়ে ধরল তাকে।

সদ্যভূমিষ্ঠ এক শিশু চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, এই দৃশ্যটা অত্যন্ত ভয়ের হলেও কেন যেন অতটা ভয় পেল না শারমীন। বরং সে আদর করে নওমিকে কোলে তুলে নিল, তাকাল নওমির চোখে। নওমি চোখ বন্ধ করে আবার তাকাল। তারপর টেনে টেনে বলল, 'মা'।

'মা' ডাক শোনার সাথে সাথে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল শারমীনের। তার কোনো সন্তান নেই, অথচ সে 'মা' ডাক শুনছে। বিস্ময়ের ব্যাপার, সত্যি অতি বিস্ময়ের ব্যাপার!

নওমিকে উঁচু করে একেবারে বুকের কাছে নিয়ে এলো শারমীন। তারপর চোখ বন্ধ করে আলতো একটা চুমু খেলো নওমির কপালে। এই মুহূর্তে বড়ো ভালো লাগছে তার, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষদের একজন সে।

কিন্তু তার এই সুখ স্থায়ী হলো না। চোখ খুলতে দেখল সে চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে টেবিলের ওপর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা।

খাতা দেখতে দেখতে ঝিমুনি চলে এসেছিল। আর সেই ঝিমুনির মধ্যেই শায়লা আর নওমিকে নিয়ে সুন্দর স্বপ্নটা দেখেছে সে। তবে কেন যেন তার মনে হচ্ছে, এই স্বপ্নের সবকিছু শুধু স্বপ্ন নয়, কিছু সত্য আছে, একেবারে খাঁটি সত্য।

টেবিলের ওপর গ্লাসে পানি ছিল। পুরোটাই খেলো শারমীন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। আজ আর সে খাতা দেখবে না, খাতা দেখতে ভালো লাগছে না। তাই হেঁটে এলো চওড়া বারান্দায়। বারান্দার লোহার গ্রিলে মাথা রাখতে গলা ধরে এলো। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারল না সে। এরকম কান্না তার ইদানীং প্রায়ই আসে। কান্নাটা বড়ো কষ্টের! সত্যি বড়ো কষ্টের! বুকটা যেন একেবারে ভেঙে যায়!

পড়ন্ত বিকেল।

ডাক্তার তরফদার বাগানে বসে দুধ চা খাচ্ছেন। ‘নির্ভয় মানব’ নামে তার একজন পুরাতন রুগি আসার কথা ছিল, কিন্তু এখনো আসেনি। অদ্ভুত এই নামটা তিনিই দিয়েছেন। কারণ আজকাল অনেক রুগির নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। মনে রাখার সুবিধার্থে অসুস্থতার ধরনের ওপর ভিত্তি করে মাঝে মাঝে কোনো কোনো রুগির নাম রাখেন তিনি। ‘নির্ভয় মানব’ নামটা এরকমই এক নাম। নির্ভয় মানবের কোনো ভয় নেই। এমনকি মৃত্যুকেও ভয় পায় না সে। আর ভূতপ্রেত, অন্ধকার, চাঁদাবাজ, ধান্দাবাজ এগুলো তো তার কাছে কিছুই না। তবে অবাক ব্যাপার হলো নির্ভয় মানব অন্যকে ভয় দেখাতে খুব পছন্দ করে, এটা তার বিশেষ শখ। মাঝে মাঝে এমন ভয় দেখায় যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। একবার এক ছিনতাইকারী পথে তাকে ছুরি ধরে টাকাপয়সা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। মানিব্যাগ দিতে না চাওয়ায় ছুরি দিয়ে হাতে আঘাতও করে। নির্ভয় মানব তারপরও তাকে জাপটে ধরে ফেলে। বিপদ বুঝতে পেরে পালাতে চেষ্টা করে ছিনতাইকারী। কিন্তু নির্ভয় মানব নাছোড়বান্দা, উলটো আরো জোরে আঁকড়ে ধরে তাকে। যখন ছাড়ে তখন ছিনতাইকারীর পরনের প্যান্ট তার হাতে। বেচারা ছিনতাইকারী মৃত্যুভয়ে দৌড়াতে শুরু করে। রক্তমাখা হাত নিয়ে পিছু নেয় নির্ভয় মানব। পরে সাধারণ জনগণের হাতে গণধোলাই খায় ছিনতাইকারী। গণধোলাইয়ের পর ছিনতাইকারীর শরীরে নাকি জামাও ছিল না। নির্ভয় মানবের এরকম অনেক মজার মজার গল্প আছে। যাইহোক, নির্ভয় মানব কখনো সময়মতো আসে না। যখন ইচ্ছে তখন আসে এবং সরাসরি চেম্বারে প্রবেশ করে। ডাক্তার তরফদার চেষ্টা করছেন নির্ভয় মানবের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করতে। পৃথিবীতে সবাই ভয় দূর করার জন্য চেষ্টা করে, আর তিনি চেষ্টা করছেন রুগির মধ্যে ভয় বাড়ানোর। এ এক অদ্ভুত চিকিৎসা! মাঝে খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আবার ভয়হীন হয়ে

পড়ছে 'নির্ভয় মানব'।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ডাক্তার তারফদার বামদিকে তাকালেন। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে করিম চাচা। লাউয়ের চারা লাগিয়েছিল সে। প্রতিদিনের মতো আজও পানি দিচ্ছে। বেশ বড়ো হয়েছে চারা। লতা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে মাচায়। লাউগাছ খুব দ্রুত বড়ো হয়। ফলও আসে তাড়াতাড়ি। মূল্যও মন্দ না। এখন একটা লাউয়ের কত দাম ঠিক জানা নেই তার। কারণ তিনি বাজার করেন না, বাজারের কাজটা করে করিম চাচা। লাউ দিয়ে সরপুঁটি মাছের তরকারি বড়ো স্বাদের, তার নিজেরও পছন্দের। বিষয়টা জানে করিম চাচা, এজন্য মাঝে মাঝে সরপুঁটি মাছ আর লাউয়ের তরকারি রাঁধে সে।

করিম চাচার চারপাশে অল্পবয়সি একটা কুকুর চক্কর দিচ্ছে। গতরাতে কুকুরটা এই বাড়িতে ঢুকেছে। বাড়িতে প্রবেশের কিছুক্ষণ পর করিম চাচা কুকুরটি নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। ফিরে আসে ঘণ্টা তিনেক পর। তারপর থেকে কুকুরটি আছে করিম চাচার সাথে। ভাবখানা এমন যে করিম চাচা যেন অনেক দিনের পরিচিত। দুজনের মধ্যে ভালো সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। কারণও আছে অবশ্য। করিম চাচা কুকুরের কথা বুঝতে পারে। শুধু কুকুর না, অনেক পশুপাখির কথা বুঝতে পারে সে। রয়েছে তার শক্তিশালী ইএসপি (Extra Sensory Perception) ক্ষমতা, ভবিষ্যদ্‌বাণীও করতে পারে। করিম চাচার ভবিষ্যদ্‌বাণী কখনো ভুল হয় না। এক কথায় করিম চাচা অবিশ্বাস্যরকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। অথচ তাকে দেখে বোঝা যায় না, একেবারেই সাধারণ জীবনযাপন করে সে।

বালতি আর মগ হাতে করিম চাচা এদিকে আসছে এখন। কুকুরটিও আসছে পেছন পেছন। কাছে আসতে ডাক্তার তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, কুকুরটি আপনার পেছনে লেগেছে কেন চাচা?

আমারে নিয়া বাইরা যাবার চায়।

কোথায়?

বুড়িগঙ্গা নদীতে।

কেন?

কুকুরটির মা গতকাল গাড়ির নিচে পইড়া মারা গেছে। রক্তাক্ত দেহডা রাস্তায় পইড়া আছিল। কেউ সরাইতেছিল না। তাই ছুইটা আসে আমার কাছে। আমি যাইয়া ওর মায়ের মৃতদেহ বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসায় দেই। এখন ওর খুব মায়ের কথা মনে পড়তেছে। এইজন্য যাবে বুড়িগঙ্গা নদীর

তীরে, মায়ের জন্য কিছুক্ষণ কানবে।

কথাটা শুনে বেশ অবাকই হলেন ডাক্তার তরফদার। বললেন, কুকুর তো একটু বড়ো হলেই মা কুকুরের সাথে আর থাকে না, মনেও রাখে না নিজের মাকে।

এই কুকুরও আলাদা চলাফেরা করত। তবে একই এলাকায় থাকায় মা কুকুরের সাথে দেখাসাক্ষাৎ হইত। মায়ের মৃত্যু তার চোখের সামনে ঘটছে, বড়ো কষ্ট পাইছে। আর এই কুকুরটার হৃদয় মনে হয় বেশি নরম।

আপনার কথা শুনে বড়ো খারাপ লাগছে। কী নাম কুকুরটার?

ওর কোনো নাম নাই।

মা কুকুর কি বাচ্চা কুকুরের নাম রাখে?

করিম চাচা কিছু বলল না। ধীরপায়ে হেঁটে সামনের বারান্দার দিকে চলে গেল। এই হচ্ছে করিম চাচার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সে সকল প্রশ্নের উত্তর দেবে না। নিজের মতো চলবে। মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। ফিরে আসবে দুই-একদিন কিংবা সপ্তাহখানেক পর। কোথায় ছিল, জিজ্ঞেস করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর দেবে না, চুপ থাকবে।

ডাক্তার তরফদার ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ চা শেষ করলেন। দুধ চা তার বড়ো প্রিয়। এই চা না খেয়ে তিনি থাকতে পারেন না। কপাল ভালো তার ডায়াবেটিস নেই। ডায়াবেটিস হলে দুধ চা খাওয়া যাবে না, এরকমই উপদেশ শুনতে হতো ডাক্তারদের কাছ থেকে। তিনি অবশ্য মানতেন না, ভবিষ্যতেও মানবেন না। যেভাবেই হোক সারাজীবন দুধ চা তিনি খাবেন, এরকম একটা সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নিয়ে রেখেছেন। অবশ্য কপাল ভালো, এখন পর্যন্ত শরীরে তার বড়ো ধরনের কোনো অসুখ বাসা বাঁধতে পারেনি।

করিম চাচা বের হওয়ার সময় জানাল, একজন পুরুষ তার সাথে দেখা করতে এসেছে। ডাক্তার তরফদার বুঝলেন 'নির্ভয় মানব' আসেনি, কারণ করিম চাচা তাকে চেনে। নির্ভয় মানবের সাথে করিম চাচার বেশ ভাব, দুজনে পুটুসপাটুস কাথাবার্তা বলে। নির্ভয় মানব খুব পছন্দ করে করিম চাচাকে। পছন্দের কারণটা জানা নেই ডাক্তার তরফদারের। তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি। অবশ্য করিম চাচাকে সবাই পছন্দ করে, পশুপাখি পর্যন্ত।

ডাক্তার তরফদার মাগরিবের নামাজের পর চেম্বারে বসলেন। তার সামনে যে বসে আছে এক কথায় সুপুরুষ বলা চলে তাকে। দেখতে খুবই সুন্দর, পরিমিত লম্বা এবং ফরসা। সাধারণত ছেলেরা দেখতে এতটা সুন্দর

হয় না। চোখে গোল চশমা চেহারায় নিষ্পাপ একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। বোঝা যাচ্ছে ভদ্র পরিবারের সন্তান।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ডাক্তার তরফদার বললেন, কী নাম তোমার?

স্যার, মোহাম্মাদ আজাদ।

বয়স?

বত্রিশ বছর।

দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। কী করো?

স্যার, একটা প্রাইভেট ব্যাংকে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে আছি।

কাজের চাপ কেমন?

প্রাইভেট ব্যাংকে কাজের খুব চাপ স্যার।

তোমার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। চোখ আরো বলছে যে তুমি বড়ো ক্লান্ত। ক্লান্ত মানুষের চোখ আকারে ছোটো থাকে। তোমার চোখ ছোটো হয়ে আসছে। অবশ্য তোমার চেহারার অন্য কোথাও ক্লান্তির ছাপ নেই, শুধুই চোখে।

আসলেই স্যার আমি ক্লান্ত।

কেন?

আজাদ চারপাশে তাকিয়ে বলল, স্যার, পানি খাব।

ডাক্তার তরফদার উঠে গিয়ে পানি আনলেন। তারপর আজাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চা খাবে?

না স্যার।

দুধ চা, খেতে পারো। কিছুক্ষণ আগে আমি খেয়েছি। আবার খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি খাও, আমি বানাব। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমার বানানো দুধ চা তোমার ভালো লাগবে। আরেকটা কথা মনে রেখো, সক্ষমতা আর সুযোগ থাকলে জীবনের সকল বৈধ ইচ্ছেগুলো পূরণ করবে।

আজাদ মাথা দুলিয়ে বলল, জি স্যার করব। আর চা খাওয়ালে চা-ও খাব স্যার।

ডাক্তার তরফদার চা বানানোর জন্য উঠলেন। পানি গরম দিয়ে এসে দেখেন আজাদ টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু হাসলেন তিনি। সোফা থেকে একটা কুশন এনে মাথার নিচে দিলেন। ঘুম ভাঙল না আজাদের। ডাক্তার তরফদার উপলব্ধি করলেন, সত্যি বড়ো ক্লান্ত আজাদ,

বড়ো ধরনের সমস্যায় আছে সে। তা না হলে এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়ত না। ক্লান্তি দূর করার জন্য তার লম্বা একটা ঘুম দরকার। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে মোবাইল ফোন। তাই আজাদের মোবাইল ফোনটাকে তিনি সাইলেন্ট মুডে দিয়ে পাশের চেয়ারে রেখে দিলেন যেন ভাইব্রেশন হলেও ঘুম না ভাঙে।

আজাদ একটানা দুই ঘণ্টা ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে বেশ লজ্জায় পড়ে গেল সে। ডাক্তার তরফদার মৃদু হেসে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, ঘুমের মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, ঘুম হচ্ছে প্রয়োজনের, অতি প্রয়োজনের। যখন ঘুম আসবে ঘুমিয়ে নেবে। মনে রাখবে ঘুম তোমার সুস্থ মন আর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

ইয়ে... মানে স্যার...

ইতস্তত কোরো না। চা খাও, দুধ চা, আমি বানিয়েছি।

আজাদ চায়ের কাপে চুমুক দিলো।

কেমন হয়েছে চা?

জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার তরফদার।

অমৃতের মতো।

অমৃত কখনো খেয়েছ?

আজাদ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, না স্যার।

তাহলে বুঝলে কীভবে?

জানি না স্যার, বলার জন্য হয়তো বলেছি।

ডাক্তার তরফদার এবার খানিকটা ঝুঁকে এসে নিজের কাপে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, আসলে আমরা অনেক কিছু বলি শুধু বলার জন্য। জীবনটা এরকমই। যাইহোক, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমি বড়ো সমস্যার মধ্যে আছো। এখন বলো, তোমার সমস্যাটা কী?

স্যার সমস্যা আমার স্ত্রীকে নিয়ে।

পৃথিবীর সকল পুরুষেরই নিজ নিজ স্ত্রীকে নিয়ে কমবেশি সমস্যা থাকে। আবার স্ত্রীদেরও স্বামীকে নিয়ে অনেক অনেক সমস্যা।

আমার সমস্যাটা ভিন্নরকম।

খুলে বলো।

আজাদ আবার চায়ের কাপে চুমুক দিলো। তারপর বলল, স্যার আমার স্ত্রী পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো স্ত্রী। কিন্তু তার একটা সমস্যা আছে। সমস্যাটা হলো সে বিশ্বাস করে এই জগৎ ছাড়াও তার আরেকটা জগৎ আছে।